দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ যিয়ারতের জন্য সফর করা

মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয ও সুন্নাত

কবর বা মাযার বলতে আমরা বুঝি- মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত দেহের অবস্থান স্থলকে আরবীভাষায় কবর (قبر) বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় মুসলমানদের উক্ত অবস্থান স্থলকে সাধারণভাবে "কবর" বলা হয়। আল্লাহর অলি ও বুযুর্গগণের কবরকে, ফার্সী ভাষায় "মাযার" বা দরগাহ বলা হয়। আর নবী ও রাসূলগণের কবরকে "রওযা" বা "বেহেশ্‌তের বাগান" বলা হয়।

আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শরীয়ত মতে জায়েয এবং সওয়াবের কাজ। বাতিলপন্থী ইবনে তাইমিয়া (৭২৭ হিঃ) সর্ব প্রথম মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে হারাম এবং শির্‌ক বলে জোরের সাথে ঘোষণা করেছে। এর পূর্বে ইবনে হাযম ব্যতিত আর কেউ এমন কথা বলেনি। ইবনে তাইমিয়া নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকের যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করাকেও শিরক বলে অভিহিত করেছে। সে ছিল খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত। নবীজীর জামানায় যুল খোয়াইছরা নামক জনৈক মুনাফিকের বংশে তার জন্ম। তার অনুসারী নজদের মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ও ভারতের ইসমাইল দেহলভী এবং তাদের অনুসারীগণ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে হারাম বলে মনে করে। এরা ভ্রান্ত ও গোমরাহ। (জাওয়াহিরুল বিহার, ওহাবী মাযহাব ইত্যাদি)। ২০০৩ ইং সালের হজ্ব নির্দেশিকা তার উজ্জল প্রমান- যা জোট সরকারের শরিক দল জামাত ওহাবীরা লিখেছে- উক্ত নির্দেশিকায় রওযা যিয়ারতের নিয়ত করাকে শিরক বলা হয়েছে।

সফরের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ মোতাবেক সফরের হুকুম হয়ে থাকে। অর্থাৎ -

(ক) উপলক্ষ যদি ফরয হয়, তবে এর জন্য সফর করাও ফরয। যেমন- হজ্জ। এর জন্য সফর করাও ফরয।

(খ) উপলক্ষ যদি ওয়াজিব হয়, তাহলে এর জন্য সফর করাও ওয়াজিব। যেমন- মানতের হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং এর জন্য সফর করাও ওয়াজিব।

(গ) উপলক্ষ যদি সুন্নাত হয়, তাহলে তার জন্য সফর করাও সুন্নাত। যেমন- যিয়ারত সুন্নাত কাজ। সুতরাং এর জন্য সফর করাও সুন্নাত।

www.sunnibarta.com

(ঘ) মোবাহ্ বা জায়েয কাজের জন্য সফর করাও মোবাহ এবং জায়েয। যেমন- ব্যবসা বাণিজ্য ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করা।

(ঙ) উপলক্ষ যদি হারাম ও নাজায়েয হয়, তাহলে এর জন্য সফর করাও হারাম ও নাজায়েয হবে। যেমন- চুরি করার জন্য সফর করাও হারাম।

উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী উরস শরীফের জন্য সফর করা সুন্নাত। কেননা, যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই উরস শরীফের সফর করা হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআন মজিদে বিভিন্ন সফরের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

(ক) হিজরতের সফর (খ) ব্যবসা সংক্রান্ত সফর। (সূরা তওবা ও সুরা ফিল)।

(গ) পীর ও মাশায়েখের সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে সফর করা। যেমনঃ খিযির (আঃ)-এর অনুসন্ধানে হযরত মুছা (আঃ)-এর সফর।

(ঘ) প্রিয়জনের অনুসন্ধানে সফর। যেমন- ইউসুফ (আঃ)-এর অনুসন্ধানে তাঁর পিতা কর্তৃক ছেলেদের সফরে প্রেরণ।

(ঙ) চিকিৎসার জন্য সফর। যেমন- ইউসুফ (আঃ)-এর জামা নিয়ে মিশর থেকে অন্যান্য ভাইদের কেনান সফর।

(চ) রুযী-রোযগারের জন্য সফর। যেমন- খাদ্য সংগ্রহের জন্য ইয়াকুব (আঃ) কর্তৃক ছেলেদের মিশর সফরে প্রেরণ।

(ছ) কাফেরদের নিকট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সফর। যেমন- ফেরআউনের নিকট হযরত মুছা (আঃ)-এর সফর।

(ঝ) হেদায়াত গ্রহণের লক্ষ্যে গযব প্রাপ্ত এলাকার সফর। যেমন-

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ-

"কুল ছিরো ফিল আরদে ফানযুরু কাইফা কানা আক্বিবাতুল মুকাযযিবীন।"- তোমরা পৃথিবীময় ভ্রমন করে দেখো- মিথ্যাবাদী কাফেরদের পরিনাম কি হয়েছিল"।

স্বয়ং কুরআন মজিদেই উপরোক্ত সফরগুলোর কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারতের জন্য সফর করা উত্তমরূপেই জায়েয প্রমাণিত হলো। কেননা, অলী-আল্লাহগণ রূহানী ডাক্তার। তাদের মাযারের তাছির ভিন্ন ভিন্ন। ফয়েযও ভিন্ন ভিন্ন। তাঁদের মাযারে দোয়া কবুল হয়। ইবাদতের আগ্রহ জাগ্রত হয়।

যিয়ারতের ১নং দলীল ঃ দুনিয়ার সমস্ত মাযারের মধ্যে উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ

www.sunnibarta.com

যাযার হচ্ছে নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারক। রওযা মোবারকের যিয়ারত ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নাত ও ওয়াজিব। একাজের বিনিময়ে হুযুর (দঃ)-এর শাফাআত অবধারিত। ইমাম তকিউদ্দিন সুবুকী (৭৫৪ হিজরী) তার লিখিত 'শিফাউস সিক্বাম' গ্রন্থে সহি সনদে হাদীস শরীফ উল্লেখ করে বলেছেনঃ শুধু রওযা মোবারকের উদ্দেশ্যে সফর করা ও যিয়ারত করা উত্তম ইবাদত এবং নৈকট্য লাভের উত্তম পন্থা। যেমন নবী করীম (দঃ)-এরশাদ করেছেন-

مَنْ جَاءَنِيْ زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِيْ كَانَ حَقًّا عَلَيَّ اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيْ مُعْجَمِهِ الْكَبِيْرِ وَالدَّارُ قُطْنِيُّ فِيْ اَمَالِيْهِ)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কেবল আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার রওযা মোবারকে আসবে এবং এই সফরে কেবল আমার যিয়ারতই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করবে, পরকালে তার জন্য শাফাআতকারী হওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়বে" (তিবরানীর মো'জামে কবীর এবং দারে কুত্নীর আমালী গ্রন্থ)।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন-

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার রওযা মোবারক যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) হয়ে যাবে।" (দারে কুতনী ও ইমাম বায়হাকী)।

উপরে উল্লেখিত দুখানা হাদীসে দুনিয়ার যে কোন স্থানের, যে কোন মুসলমানের মদিনা শরীফে আগমন ও রওযা মোবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বৈধতা উক্ত হাদীস দুখানা দ্বারাই প্রমাণিত। "মান" (مَنْ) শব্দটি সকলের জন্য প্রযোজ্য। যে কোন দূরত্বের লোকই এই হাদীসের অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে- যিয়ারত করা হলো রোকন এবং সফর করা হলো তাঁর পূর্বশর্ত। শর্ত পূরণ হলেই কাজ করা সম্ভব। যেমনঃ হজ্ব করা ফরয। কিন্তু ফরয আদায়ের জন্য সফর করা পূর্বশর্ত। শর্ত ব্যতিত উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। এটাই উসুলে ফেকাহ্‌র নীতিমালা। যেমন-

www.sunnibarta.com

إِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ ثَبَتَ بِلَوَازِمِهِ- وَمُقَدَّمَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ-

অর্থাৎ "কোন বস্তু বা কাজ বাস্তবায়নের পূর্বে তার যাবতীয় উপায় উপকরণ বা পূর্বশর্ত বাস্তবায়ন করতে হয়"। "ওয়াজিব কাজের উপায় উপকরণও ওয়াজিব"।

তৃতীয় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে- প্রথম হাদীসে উল্লেখিত "জাআ" (جَاءَ) শব্দটি। অর্থাৎ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করা। নবী করীম (দঃ) উম্মতকে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করার অনুমতি দিয়েছেন- "জাআ" (جَاءَ) শব্দটির মাধ্যমে। অথচ- ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারী ওহাবী সম্প্রদায় উক্ত সফর বা ভ্রমণকে শির্ক বলে অভিহিত করে মুসলমানকে মুশ্‌রিকে পরিণত করেছে। (নাউযুবিল্লাহ!) তাদের ধোকা ও প্রতারণা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই।

সুন্নী ওলামাগণের প্রতি উপরের ব্যাখ্যাটি ভাল করে স্মরণে রাখার অনুরোধ রইলো। আল্লাহ আমাদের সঠিক উপলব্ধি দান করুন।

২নং দলীল ঃ মেশকাত শরীফ 'যিয়ারত' অধ্যায়ে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অর্থাৎ- "আমি (নবী দঃ) তোমাদেরকে প্রাথমিক যুগে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা, যিয়ারতের দ্বারা পরকালের কথা স্মরণে আসে।" (বায়হাকী)

উক্ত হাদীসে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়। যথা-

(ক) ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাময়িকভাবে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, মুসলমানগণ সদ্য শিরক ত্যাগ করে কেবলমাত্র মুসলমান হয়েছেন। তদুপরি, মুসলমানদের জন্য পৃথক কোন কবরস্থান তখনও ছিলনা। মুশরিক-ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও মুসলমানগণকে একই কবরস্থানে দাফন করা হতো। মুসলমানদের কবর যিয়ারত করতে গেলে মুশরিকদের কবর বা শ্মশানও যিয়ারত হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা ছিল। তাই শিরকের ধারনা ও সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নবী করিম (দঃ) সাময়িকভাবে প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ

www.sunnibarta.com

করতেন। পরে কারণ দূর হয়ে যাওয়ায় অনুমতি প্রদান করেন। তৃতীয়তঃ ওহীর অপেক্ষায় যিয়ারত করতে বারণ করেছিলেন। ওহী প্রাপ্তির পরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং তা সুন্নাতে পরিণত করেন।

(খ) দ্বিতীয় বিষয় প্রমাণিত হলো যে, অত্র হাদীসের ঘোষণার দ্বারা নবী করিম (দঃ) পূর্ব নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন এবং কবর যিয়ারতকে জায়েয বা বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

(গ) "ফাযুরুহা" (فَزُوْرُوْهَا) শব্দ দ্বারা কবর যিয়ারতের আদেশ করেছেন সুতরাং যিয়ারত করা সুন্নাত প্রমাণিত হলো।

(ঘ) "ফাযুরুহা" শব্দ দ্বারা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সাধারণভাবে যিয়ারতের অনুমতি ও আদেশ দেয়া হয়েছে।

(ঙ) উক্ত হাদীসে যেহেতু পৃথিবীর যে কোন স্থানের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেহেতু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে- কেননা, সফর করার অনুমতি না দিয়ে শুধু যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা সম্ভবপর নয়। ইহা অবাস্তব। আল্লাহর রাসূল অবাস্তব কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। যদি বলা হয়, খাজা গরীব নাওয়াযের মাযার যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হলো, কিন্তু সফর করার অনুমতি দেয়া হলো না, তাহলে এই অনুমতি যে কোন বিবেকবান লোকের কাছেই অর্থহীন বলে গন্য হবে। নবী করিম (দঃ) দূরত্বের কোন শর্ত ছাড়াই যে কোন স্থানের মাযার ও কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন- এই হাদীস দ্বারা। আমার কোন আত্মীয়ের বিদেশে দাফন হলে তার যিয়ারত করতে যেতে পারবো না- এটা যুক্তি ভিত্তিক কথা হতে পারে না। সুতরাং ইবনে তাইমিয়া ও তার অনুসারী ওহাবীরা মারাত্মক ভ্রমে রয়েছে।

৩নং দলীল ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর ভাই এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ছেলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মদিনা শরীফ থেকে প্রতি বৎসর ভাইয়ের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ সফর করতেন এবং যিয়ারত কার্য সমাধা করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ৫৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় পর্যন্ত তাঁর এই আমল ছিল। সুতরাং দূরদেশে গিয়ে যিয়ারত করা বা যিয়ারতের নিয়তে দূরদেশে সফর করা উম্মুল মোমেনীন-এর আমল দ্বা প্রমাণিত। ইবনে তাইমিয়া যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে শিরক ব প্রকারান্তরে উম্মুল মুমিনীনকে মুশরিক বলে সাব্যস্থ করেছে। (নাউযুবিল্লাহ)

www.sunnibarta.com

আল-বাছায়ের ও গাউসুল ইবাদ।

৪নং দলীল ঃ নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের পর হযরত বেলাল (রাঃ) শোকে মদিনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং জেহাদে অংশ গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। দীর্ঘদিন পরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে তিনি একদিন স্বপ্নে নবী করিম (দঃ)-এর দীদার লাভ করেন। নবী করিম (দঃ) স্বপ্নে এরশাদ করলেন-

مَاهٰذَا الْجَفَاءُ يَا بِلَالُ-

"হে বেলাল! কেন এত কষ্টদান"?

অর্থাৎ- তুমি দীর্ঘদিন ধরে আমার সাথে দেখা করছনা কেন? এই স্বপ্ন দেখে হযরত বেলাল (রাঃ) তৎক্ষনাৎ বেকরার হয়ে মদিনার পানে রওনা দিলেন- যিয়ারতের উদ্দেশ্যে। যখন তিনি মদিনা পৌঁছলেন, তখন এই খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো। আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ) দৌড়ে আসলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) সোজা রওযা পাকে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং রওযা পাকে কপাল ঘষতে লাগলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হতবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখলেন। কিন্তু কেউ নিষেধ করলেন না। শিফাউস সিকাম গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে-

فَجَعَلَ يَبْكِيْ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلٰى قَبْرِهٖ-

অর্থাৎঃ "হযরত বেলাল (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং রওযা পাকে আপন কপাল ঘষতে লাগলেন"। (সিফাউস সিকাম-ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী ও আদিল্লাতু আহ্‌লিছ ছুন্নাত- কৃত আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী-কুয়েত)।

এতে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফর করাও প্রমাণিত হল।

৫নং দলীল ঃ ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) সুদূর ফিলিস্তিন থেকে সফর করে বাগদাদ শরীফ এসে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করতেন এবং বরকত লাভ করতেন। ফতোয়া শামীর মোকাদ্দমা বা ভূমিকা অধ্যায়ে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাহাত্ম অনুচ্ছেদে ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন-

اِنِّيْ لَاَتَبَرَّكُ بِاَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَجِيْءُ اِلٰى قَبْرِهٖ فَاِذَا عَرَضَتْ لِيْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَسَاَلْتُ اللّٰهَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتُقْضٰى

www.sunnibarta.com

سَرِيْعًا –

অর্থঃ আমি (ইমাম শাফিয়ী) বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মাযারে আগমন করে থাকি। যদি কোন বিষয়ের সমাধান প্রয়োজন হতো, তখন আমি দু'রাকআত নফল নামায পড়ে তাঁর মাযারে গিয়ে খোদার কাছে (তাঁর উছিলা ধরে) প্রার্থনা করতাম। সাথে সাথে আমার সে মকসুদ পূর্ণ হয়ে যেতো। (ফতোয়া শামীর মোকাদ্দমা-ইমাম আবু হানিফার মাহাত্ম অধ্যায়)।

এতে ৪টি বিষয় প্রমানিত হলো। যথা- (১) মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর দেশ থেকে সফর করা (২) কবরবাসী অলী-আল্লাহ থেকে বরকত লাভ করা (৩) মাযারে দোয়া করা (৪) কবরবাসী অলী-আল্লাহকে মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার উছিলা মনে করা।

৬ নং দলীল ঃ ফতোয়া শামী ১ম খন্ড যিয়ারতে কুবুর' অধ্যায়ে উল্লেখ আছে-

وَهَلْ تُنْدَبُ الرِّحْلَةُ لَهَا كَمَا اُعْتِيْدَ مِنَ الرِّحْلَةِ اِلٰى زِيَارَةِ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ وَزِيَارَةِ السَّيِّدِ الْبَدَوِيِّ– لَمْ اَرٰى مَنْ صَرَّحَ بِهٖ مِنْ اَئِمَّتِنَا– وَ مَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ قِيَاسًا عَلٰى مَنْعِ الرِّحْلَةِ بِغَيْرِ الْمَسْجِدِ الثَّلٰثِ– وَ رَدَّهُ الْغَزَالِيُّ بِوُضُوْحِ الْفَرْقِ ... ... وَاَمَّا الْاَوْلِيَاءُ فَاِنَّهُمْ مُتَفَاوِتُوْنَ فِى الْقُرْبِ اِلَى اللّٰهِ وَ نَفْعِ الزَّائِرِيْنَ بِحَسْبِ مَعَارِفِهِمْ وَاَسْرَارِهِمْ –

অর্থ ঃ "কবর ও মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা মুস্তাহাব কিনা? যেমন আজকাল (শামীর যুগ) হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ্ (আঃ) ও সাইয়েদ বাদাভী (রহঃ)-এর মাযার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে দূর দূরান্ত থেকে লোকজনের আগমন ঘটে থাকে। আমি (শামী) আমাদের হানাফী মাযহাবের কোন ইমামের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এ বিষয়ে পাইনি। শাফিয়ী মাযহাবের কোন কোন ইমাম এই সফর নিষেধ করেছেন। তাঁরা তিন মসজিদ ব্যতিত অন্যান্য মসজিদের ভ্রমনের নিষেধাজ্ঞার উপর অনুমান করেই এই অভিমত

www.sunnibarta.com

ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম ইমাম গাযযালী (রহঃ) মসজিদ ও মাযারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে ঐ সব আলিমদের মতামতকে এভাবে খন্ডন করে দিয়েছেন- "আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও যিয়ারতকারীদের জন্য উপকারের ক্ষেত্রে অলী-আল্লাহগণ ভিন্ন ভিন্ন তাছিরের হয়ে থাকেন তাঁদের মারেফত ও গোপন রহস্যের অনুপাতে"।

অর্থাৎ- এক এক অলী আল্লাহর মারেফাত ও গোপন রহস্য এক এক রকমের হয়ে থাকে। কিন্তু তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য সব মসজিদই ফযিলতের ক্ষেত্রে এক সমান। অতএব, অলী- আল্লাহ্গনের মাযার সমূহকে মসজিদের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী যারা মসজিদে মসজিদে সফর করার হাদীসের উপর অনুমান করে মাযার যিয়ারতের সফরকে নিষিদ্ধ বলেছেন- তাদের ফতোয়া সঠিক নয়। দু'টি সফর এক পর্যায়ের নয়। তিন মসজিদ ব্যতিত অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ। কিন্তু কবর বা মাযার সম্পর্কে কোন নিষেধমূলক হাদীস নেই। বরং ৩নং দলীলে বর্ণিত হাদীসে সকল কবর যিয়ারতের জন্য নবী করিম (দঃ) স্পষ্টভাবে অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর জন্মের বহু পূর্বে ইমাম গাযযালী (রঃ) মাযার যিয়ারতের বিষয়টি খোলাসা করে ফয়সালা করে গেছেন। এর বিরুদ্ধে উক্ত দুই ওহাবীর মতামত তুফানের সম্মুখে খড়কুটার ন্যায় প্রতিভাত।

মাযার যিয়ারত সম্পর্কে ভ্রান্ত মতামত খন্ডন

মাযার যিয়ারতের বিরুদ্ধবাদীগণ মিশকাত শরীফ বাবুল মাছাজিদ-এর একখানা হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। যথাঃ

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثِ مَسَاجِدَ- مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا -

উচ্চারণ ঃ লা-তুশাদ্দুর রিহালু ইল্লা ইলা-ছালাছে মাছাজিদা, মাছজিদিল হারামে ওয়াল মাছজিদিল আকছা, ওয়া মাসজিদী হাযা।

অর্থঃ "নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ- তিন মসজিদ ব্যতিত সফর করা যাবেনা। এগুলো হলো- মসজিদে হারাম, মসজিদে আক্সা ও আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী)" (মিশকাত-মসজিদ-অধ্যায়)।

তাদের মতে- উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লেখিত তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। সুতরাং মাযারের উদ্দেশ্যে

www.sunnibarta.com

সফর করাও হারাম।

খন্ডন ঃ হাদীসটি মসজিদ সম্পর্কীত। এর সাথে মাযারের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, হাদীসে বর্ণিত আরবী শব্দ لا। (ইল্লা) কে হরফে ইস্তিসনা বলা হয়। এর পূর্বে বসে মুসতাসনা মিনহু এবং পরে বসে মুস্তাসনা। বর্ণিত হাদীসে যেহেতু মুস্তাসনাটি-অর্থাৎ তিন মসজিদ হলো মোত্তাসিল- সুতরাং মুস্তাসনামিনহুটিও হবে একই জাতীয়- অর্থাৎ, অন্যান্য মসজিদ। আরবী গ্রামারের সুত্র অনুযায়ী হাদীসখানার প্রকৃত অর্থ হবে এরূপ- **"তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবেনা"**।

আজকাল তাবলীগ জামাত বিভিন্ন মসজিদে সফর করে থাকে। সুতরাং হাদীসখানা হচ্ছে তাদের মসজিদের সফরের বিরূদ্ধে। এর সাথে মাযারের কোন সম্পর্ক নেই। বুখারী ও মুসলীম শরীফে "মসজিদ" শিরোনামে উক্ত হাদীসখানা বর্ণিত হয়েছে- যিয়ারত শিরোনামে বর্ণিত হয়নি। হাদীসখানা মসজিদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং, তাবলীগী-জামাতের মসজিদের সফর হারাম।

তদুপরি- যদি বিরূদ্ধবাদীদের ব্যাখ্যা সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে শুধু মাযার কেন? অন্যান্য সফরও তো এই হাদীস দ্বারা হারাম হয়ে যাওয়ার কথা। যেমন শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ভ্রমন, ও বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দূর দেশে সফর করা সবই হারাম হবে। অথচ বিরূদ্ধবাদীগন এ সমস্ত সফরকে হারাম বলেন না। তাহলে শুধু মাযারকে টার্গেট করার উদ্দেশ্য কি? হাদীসে কি এ ধরণের ইঙ্গিত আছে? না, নাই। ইতিপূর্বে অধ্যায়ের শুরুতে প্রমান করা হয়েছে যে, স্বয়ং কুরআন মজিদে বিভিন্ন সফরের কথা উল্লেখ রয়েছে। তদুপরি, হাদীস শরীফে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র রওযা মোবারকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের ফযিলতও বর্ণনা করা হয়েছে-যা ১নং ও ২নং দলীলে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) কর্তৃক ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিন থেকে বাগদাদ শরীফের সফরের উল্লেখও ৫ নং দলীলে বর্ণিত হয়েছে। হযরত বেলাল (রাঃ) কর্তৃক সিরিয়া হতে মদিনা শরীফে এসে হুযুর (দঃ)-এর রওযা মোবারকের উপর কপাল ঘর্ষনের প্রমাণ ৪নং দলীলে বর্ণনা করা হয়েছে। উপস্থিত সাহাবাগণ কেহই এই ব্যাপারে নিষেধ করেননি। শেষে ফতোয়ায়ে শামীর এবারত দ্বারা ইমাম গাযযালীর মতামত, বিরূদ্ধবাদীদের মতামত খন্ডন ও অলী আল্লাহ্গনের মাযারের ভিন্ন ভিন্ন তাছির বা প্রভাবের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, যিয়ারত বিরোধীদের কথা সত্য বলে ধরে নিলে এসব সফরও হারাম হয়ে যাবে।

www.sunnibarta.com

অথচ- কুরআন, হাদীস ও ফেকাহর কিতাবাদি দ্বারা ঐ সব সফর জায়েয ও উত্তম বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং তাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয়।

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলস্বরূপ উপরে বর্ণিত হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা ঃ

মিশকাতে বর্ণিত উক্ত হাদীস খানার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ কি ব্যাখা করেছেন-তা দেখুন-

(১) পাকভারত উপমহাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্বজন স্বীকৃত মোহাদ্দেছ শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেছেন-

وبعضے از علماء گفتہ اند کہ سخن در مساجد است یعنی در مسجدے دیگر جزایں مساجد سفر جائز نہ باشد- و اما مواضع دیگر جز مساجد خارج از مفہوم ایں کلام است (اشعة اللمعات)

অর্থাৎ- "কোন কোন আলীমগণ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এই হাদীসে শুধু অন্যান্য মসজিদের সফরকেই নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ- বায়তুল্লা, বায়তুল মাকদাছ ও মসজিদে নববী ব্যতিত অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়। কিন্তু তিন মসজিদ ব্যতিত অন্যান্য স্থানের সফর এই হাদীসের অন্তর্ভূক্ত নয় বা হারাম নয়" (আশিয়াতুল লুমআত)।

শেখ আবদুল হক দেহ্লভী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যার পর ওহাবী সম্প্রদায়ের অপব্যাখ্যার মূল্য কতখানি- তা সহজেই অনুমেয়।

(২) ইমাম গাযযালী (রহঃ) উক্ত হাদীস খানার যে ব্যাখ্যা "তাঁর রচিত ইহ্ইয়াউল উলুম" গ্রন্থে প্রদান করেছেন, তা এত মূল্যবান যে, মুসলিম শরীফের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শরাহ "শরহে নবভী" তে উক্ত এবারতখানাকে দলীল হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) আল্লামা নববীর উক্ত উদ্ধৃতিখানা স্বীয় গ্রন্থ "মিরকাত শরহে মিশকাত"-এর মধ্যে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। যথা-

وَ فِيْ شَرْحِ الْمُسْلِمِ لِلنَّوَوِيِّ قَالَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ يُحَرَّمُ شَدُّ الرِّحَالِ اِلٰى غَيْرِ الثَّلٰثَةِ وَ هُوَ غَلَطٌ- وَ فِى الْاِحْيَاءِ ذَهَبَ

www.sunnibarta.com

بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الرِّحْلَةِ لِزِيَارَةِ الْمَشَاهِدِ وَ قُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ- وَمَا تَبَيَّنَ لِيْ اَنَّ الْاَمْرَ لَيْسَ كَذٰلِكَ- بَلِ الزِّيَارَةُ مَأْمُوْرٌ بِهَا بِخَبَرِ "اَلَا فَزُوْرُوْهَا" وَاِنَّمَا وَرَدَ نَهِيٌّ عَنِ الشَّدِّ بِغَيْرِ الثَّلٰثَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَمَاثُلِهَا- وَاَمَّا الْمَشَاهِدُ فَلَا تُسَاوِيْ- بَلْ بَرَكَةُ زِيَارَتِهَا عَلٰى قَدْرِ دَرَجَاتِهِمْ عِنْدَ اللّٰهِ- هَلْ يَمْنَعُ ذٰلِكَ الْقَائِلُ عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ لِقُبُوْرِ الْاَنْبِيَاءِ كَاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَيَحْيٰى- وَ الْمَنْعُ مِنْ ذٰلِكَ فِيْ غَايَةِ الْاِحَالَةِ- وَالْاَوْلِيَاءُ فِيْ مَعْنَاهُمْ فَلَا يُبْعَدُ اَنْ يَّكُوْنَ ذٰلِكَ مِنْ اَغْرَاضِ الرِّحْلَةِ كَمَا اَنَّ زِيَارَةَ الْعُلَمَاءِ فِى الْحَيٰوةِ- (مِرْقَاةُ شَرْحُ مِشْكٰوةُ بَابُ الْمَسَاجِدِ)

"মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন- মুসলীম শরীফের শরাহ, শরহে নবভীতে আল্লামা নবভী (রহঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, আবু মুহাম্মদ-এর মতে তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। কিন্তু তার এই মত সঠিক নয়- বরং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা, ইহ্ইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেছেনঃ উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে যদিও কোন কোন আলিম বরকতময় স্থানসমূহ এবং বিজ্ঞ উলামা ও অলী -আল্লাহগণের মাযারসমূহ যিয়ারতের নিয়্যেতে সফর করাকে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমার মতে (গাযযালী) ব্যাপার তা নয়-বরং মাযার যিয়ারত করা **اَلَا فَزُوْرُوْهَا** হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। হাদীসটি হচ্ছে "তোমরা কবর যিয়ারত কর"। আর তিন মসজিদ সম্পর্কীত হাদীসখানায় বলা হয়েছে- যেহেতু অন্যান্য মসজিদ সমূহ ফযিলতের বেলায় সমান- তাই ঐগুলির নিয়্যেত করে সফর করাতে বাড়তি কোন ফযিলত নেই। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে অলী-আল্লাহ্গণের মাযার যিয়ারত নিষিদ্ধ হতে পারে না। কেননা, পবিত্র স্থানসমূহ এবং মাযার সমূহের সবগুলো এক পর্যায়ের নয়- বরং

www.sunnibarta.com

ঐগুলোর মর্যাদা পৃথক পৃথক। সুতরাং ঐগুলোর বরকত ও ফযিলত আল্লাহর নিকট ভিন্ন ভিন্ন। ইমাম গাযযালী (রহঃ) আরও বলেনঃ-"তবে কি তিন মসজিদের হাদীস দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মুছা (আঃ) এবং হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ও অন্যান্য পয়গাম্বরগনের মাযার যিয়ারতও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে? কখনও নয়। কাজেই নবীগণের মাযার যিয়ারত করা যেমন ঐ হাদীসের দ্বারা নিষিদ্ধ নয়- তদ্রূপ অলী-আল্লাহ্গণের মাযার যিয়ারত করাও নিষিদ্ধ নয়। কেননা, অলী-আল্লাহ্গণ, নবীগণের উত্তরাধিকারী। উভয়ের হুকুমই এক। সুতরাং, নবীগণের রওযা মোবারক যিয়ারত করার মধ্যে যেমন একটি উদ্দেশ্য থাকে, তেমনিভাবে অলী-আল্লাহগণের মাযার যিয়ারতের মধ্যেও খাস উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এতে অসম্ভবের কিছু নেই। জীবদ্দশায় অলী-আল্লাহগণের দরবারে গমন করার মধ্যে যেমন একটি খাস উদ্দেশ্য থাকে- তদ্রূপ ইনতিকালের পরে ও তাঁদের মাযার যিয়ারতের মধ্যে খাস উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।" (মিরকাত শরহে মিশকাত-মসজিদ অধ্যায়)

২নং আপত্তি ঃ মাযার যিয়ারত বিরোধীদের আর একটি আপত্তি হলো- আল্লাহ সর্বত্র বিরজমান। তাঁর রহমত ও সর্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং খোদার রহমত পাওয়ার জন্য অলী-আল্লাহগণের মাযারে যাওয়ার প্রয়োজন কি? দেওয়ার মালিক তো আল্লাহ। অন্যের কাছে চাওয়ার প্রয়োজন কি?

খন্ডন ঃ তাদের এই বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নের অনেক জবাব আছে। নিম্নে কয়েকটি দেয়া হলো।

১) **প্রথম জবাব হলো ঃ** আল্লাহ সর্বত্র হাযির-একথা ঠিক! তিনি রহমত দাতা-একথাও ঠিক। কিন্তু আল্লাহ্র অলীগণ হচ্ছেন খোদার রহমতের দরজা। দরজা দিয়েই খোদার রহমত পাওয়া যায়। যেমন-রেলগাড়ী পুরা লাইনেই চলে। কিন্তু তাকে ধরার জন্য রেল ষ্টেশনে যেতে হয়। যেখানে সেখানে ধরা যায়না। ঠিক তদ্রূপ- খোদার রহমত প্রাপ্তির ষ্টেশন হলো অলী-আল্লাহ্র দরবার। যেমন, রোগ নিরাময়কারী আল্লাহ্- কিন্তু যেতে হয় ডাক্তারের কাছে- হাসপাতালে। ঘরে বসে থাকলে তো রোগ ভাল হবে না। রিযিকদাতা আল্লাহ্- কিন্তু রিযিকের অনুসন্ধান করতে হয় ক্ষেত খামারে, চাকুরী ক্ষেত্রে, অফিস আদালতে। ঘরে বসে থাকলে তো খোদাতায়ালা ঘরে এনে রিযিক দিয়ে যাবেন না। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কক্সবাজার, দার্জিলিং ইত্যাদি স্বাস্থনিবাসে যেতে হয়। ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে গায়েবের মালিক আল্লাহ্- কিন্তু হযরত মুছা (আঃ) এই ইলম জানার জন্য হযরত খিযির (আঃ)-এর কাছে গেলেন কেন? সন্তান দেয়ার মালিক তো আল্লাহ্- কিন্তু যাকারিয়া (আঃ) বিবি মরিয়ম (আঃ)-এর হুজরায় দাঁড়িয়ে কেন খোদার কাছে

www.sunnibarta.com

সন্তান চাইলেন? ক্রআন মজিদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে- হযরত যাকারিয়া (আঃ) বিবি মরিয়মের কামরায় দাঁড়িয়ে খোদার কাছে সন্তান কামনা করেছিলেন। (সুরা আলে- ইমরান) এতে প্রমাণিত হলো যে, বিবি মরিয়মের মত অন্যান্য অলী আল্লাহগণের দরবারে গিয়ে দোয়া করলে সহজেই দোয়া কবুল হয়। অলীগণের মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যও তাই। কোরআন মজিদে-এর উদাহরণ বিদ্যমান। সুতরাং, মাযার যিয়ারতের সফরকে হারাম বলা কোরআন অবমাননার শামিল।

২) দ্বিতীয় জবাব হলো ঃ আল্লাহ রিযিকদাতা। চাইতে হলে তাঁর কাছে চাইবেন। ধনী লোকের বাড়ীতে গিয়ে আপনারা সদকা যাকাত ও গরুর চামড়া চান কেন?

প্রসঙ্গক্রমে জনৈক ওহাবী আলিম, অলী-আল্লাহগনের মাযারে গিয়ে তাঁদের মাধ্যমে কিছু চাওয়ার বিরুদ্ধে একটি কবিতাংশ লিখে বিদ্রুপ করেছে এভাবে-

وہ کیا چیز جو نہیں ملتی خدا سے- جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے ؟

অর্থাৎ- এমন কোন্ বস্তু আছে যা খোদার কাছে পাওয়া যায়না? অথচ তোমরা (ছুন্নি মুসলমানগণ) এগুলো প্রার্থনা করছো অলী-আল্লাহদের কাছে?

এর উত্তরে সুন্নী এক আলিম তৎক্ষনাৎ একটি কবিতাংশ রচনা করে জবাব দিলেন-

وہ چندہ جو نہیں ملتا خدا سے # جسے تم مانگتے ہو اغنیاء سے –

অর্থাৎ- তোমরা (ওহাবীরা) যেই চাঁদা ধনীদের কাছে প্রার্থনা করছো- এটাই সম্ভবতঃ খোদার কাছে নেই। তা না হলে, তোমরা ধনীদের ঘরে ধর্না দিচ্ছো কেন? খোদার কাছে কিসের অভাব?

৩নং আপত্তি ঃ তাদের তৃতীয় দলীল হলোঃ হুদায়বীয়ার ময়দানে নবী করিম (দঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে বসে সাহাবাগণের নিকট থেকে জেহাদের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সাহাবীগণ ঐ গাছটি পবিত্র মনে করে তার যিযারত করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) যিয়ারতের ঐ গাছটি কেটে ফেলেছিলেন- যেন শিরক না হতে পারে। অতএব অলী-আল্লাহগনের মাযার ও চিল্লার স্থান যিয়ারত করা হযরত ওমরের ছুন্নতের খেলাফ। ঐ স্থানটিকে ধ্বংস

www.sunnibarta.com

করে দেয়াই বরং হযরত ওমরের ছুন্নাত। (ওহাবী জামাত শিবির ও তাবলীগী একই সম্প্রদায়।)

জবাব ঃ হযরত ওমর (রাঃ) ঐ বাবলা গাছটি কাটেননি। বরং ঐ গাছটি কুদরতি ভাবেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ ঐ স্থানের অন্য একটি বাবলা গাছকে এই গাছ মনে করে যিয়ারত করতেন। মানুষের এই ভূল ভাঙ্গানোর জন্যই হযরত ওমর (রাঃ) ঐ গাছটিকে কেটে ফেলেছিলেন। এটা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ঐ বৃক্ষ ছিলনা। প্রমাণ স্বরূপ- বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড; বাইআতুর রিদওয়ান বা হুদাইবিয়ার বাইআত অধ্যায়ে এবং মুসলীম শরীফ দ্বিতীয় খন্ড বাইআতুর রিদওয়ান অধ্যায়ে বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত ছায়ীদ ইবনে মুছাইয়েব (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

كَانَ اَبِىْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِىْ قَابِلٍ حَاجِّيْنَ فَخُفِىَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا وَفِى الْبُخَارِىِّ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا –

অর্থঃ "ছায়ীদ ইবনে মুছাইয়েব (রাঃ) বলেন- বাবলা গাছের নীচে যেসব সাহাবী নবী করিম (দঃ)-এর নিকট বাইআত করেছিলেন- তাঁদের মধ্যে আমার পিতা মুছাইয়েবও ছিলেন। আমার পিতা বর্ণনা করেছেনঃ পরবর্তী বৎসরে (৭ম হিজরী) আমরা হজ্ব (ওমরাতুল ক্বাযা) করতে গেলাম। কিন্তু ঐ গাছের জায়গাটি আমাদের দৃষ্টি থেকে গায়েব হয়ে যায়। বুখারী শরীফের এবারত হচ্ছেঃ "আমরা যখন পরবর্তী বৎসরে গমন করি, তখন ঐ গাছটি আমরা ভুলে যাই এবং ঐ গাছটি উদ্ধার করতে পারিনি" (বুখারী ও মুসলিম বাইআতুর রিদওয়ান)।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রকৃত বাবলা গাছটি কুদরতি ভাবেই লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। কিন্তু লোকজন অন্য একটি গাছকে এ গাছ মনে করে তার যিয়ারত করতে থাকেন- বরকত লাভের আশায়। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁদের ভূল ভাঙ্গানোর উদ্দেশ্যেই ঐ গাছটি কেটে ফেলেন। অতএব, 'হযরত ওমর (রাঃ) প্রকৃত গাছটি কেটে ফেলেছেন'- একথা বলা ঠিক নয়। হযরত ওমর (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস করতে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপ- নবী করিম (দঃ)-এর অনেক নিদর্শন মদিনা শরীফে

www.sunnibarta.com

বিদ্যমান ছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) ঐগুলি ধ্বংস করেন নি। বাবলা গাছ যিয়ারত করা শিরক ছিল না- কেননা সাহাবীগণ শিরক করতে পারেন না। নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র চুল, দাঁড়ি, নখ, ঘাম, রুমাল ও অন্যান্য নিদর্শন সমূহ যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। যেমন, হযরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত পবিত্র চুল মোবারক; দিল্লীর জামে মসজিদে সংরক্ষিত দাঁড়ি মোবারক, বিভিন্ন স্থানে কদম রসূল- ইত্যাদি নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। আলেম উলামাগণ ঐ সব তাবাররুক বা পবিত্র বস্তু সমূহ যিয়ারত করে থাকেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, নবী করিম (দঃ)-এর নিজ হাতে লাগানো হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)-এর বাগানের সর্বশেষ একটি খেজুর গাছ সৌদী বাদশাহ খালেদ কর্তন করে ফেলেছে। তাদের মতে তিনি শিরক-এর উৎস উৎপাটন করে দিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহি)। সুতরাং, অলীগণের মাযার ধ্বংস করা নয়- বরং সংরক্ষণ করাই সাহাবীগণের ছুন্নাত।

= ০ =

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) ষাট গম্বুজ মসজিদ

www.sunnibarta.com